

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

PRESENT:

Mr. Justice Syed Mahmud Hossain

Chief Justice

Mr. Justice Hasan Foez Siddique

Mr. Justice Md. Nuruzzaman

CIVIL PETITION FOR LEAVE TO APPEAL NOS.4348 & 4617 OF 2018.

(From the judgment and order dated 05.11.2018 passed by the High Court division in Writ Petition No.9979 of 2013)

Hosneara Begum, Advocate

--Petitioner.
(In C.P.No.4348/18)

A.K.M. Bahauddin alias Bahar

-- Petitioner
(In C.P.No.4617/18)

=Versus=

A.K.M. Bahauddin alias Bahar
and others.

--- Respondent.
(in C.P.No.4348/18)

Government of Bangladesh,
represented by the Secretary,
Ministry of Finance and others.

--- Respondents.
(In C.P. No.4617/18)

For the Petitioner :
(In C.P. 4348/18)

Mr. Qumrul Huq Siddique, Advocate,
instructed by Mrs. Madhumalati
Chowdhury Barua, Advocate-on-
Record.

For the Petitioner :
(In C.P. 4617/18)

Mr. Sayed Ahmed, Advocate,
instructed by Mr.Nurul Islam
Chowdhury, Advocate-on-Record.

For the Respondent
No.1 :
(In C.P. 4348/18)

Mr. Sayed Ahmed, Advocate,
instructed by Mr.Nurul Islam
Chowdhury, Advocate-on-Record.

RespondentNos.2-7:
(In C.P. 4348/18)

Not represented

For Respondent No.4 :
(In C.P. 4617/18)

Mrs. Madhumalati Chowdhury Barua,
Advocate-on-Record.

Respondent Nos:1-3, 5-6: Not represented
(In C.P. No.4617/18)

Date of hearing and judgment : 20-01-2019

JUDGMENT

Hasan Foez Siddique, J: Petitioner Hosneara Begum, an Advocate of this Court, has filed Civil Petition No. 4348 of 2018 for expunction of some observations made in the order dated 05.11.2018 by the High Court Division in Writ Petition No.9979 of 2013.

On the other hand, A.K.M. Bahauddin alias Bahar, petitioner of Civil Petition No. 4617 of 2018, filed his leave petition against the observation made in the aforesaid writ petition.

The petitioner of Civil Petition No.4348 of 2018 has prayed for expunction of the following portions of the observations made by the High Court Division,

“----- Even an advocate having elementary knowledge of Banking law understands this impact of a decree passed by the Artho Rin Adalat. Therefore, this kind of explanation from the learned Advocate Ms. Hosneara Begum, who has been practicing for long time as an advocate of different banks, particularly of Sonali Bank Limited which is the largest bank in this country, is totally unbecoming and unexpected -----”

“----- Therefore, it cannot be ruled out that somehow this petitioner has been given undue advantages by the said learned advocate for the bank, though we do not have any evidence that such advantages were given deliberately in exchange for any

undue benefit. However, circumstances suggest that something wrong has happened in the concerned First Appeal as a result of which this petitioner will now enjoy various undue benefits. This professional failure and negligence on the part of the learned advocate for the Sonali Bank cannot be ignored as because such conduct will encourage some other learned advocates to commit same wrong or mistake. Though we are not saying that Ms. Hosneara Begum, learned advocate, has committed such wrong or mistake deliberately to get any undue benefits, we cannot ignore the fact that she was highly negligent in her professional duty in particular when her client was the largest bank in this country.

With the above note of frustration, we ask upon the learned advocate Ms. Hosneara Begum, to be very careful in future whenever she will be dealing with any case on behalf for any banks given that public money is involved in those cases. The high officials of Sonali Bank, including the Managing Director and the Branch Manager, are also directed to be very careful in future. They must monitor the activities of the learned advocates of the bank carefully, if necessary by counter-checking such activities with a Senior advocate of the Supreme Court.

With the above strictures on the said learned advocate of Sonali Bank as well as

the direction on the high officials of the said Bank, we hope that we will not have to face any such embarrassing situation in future because of such conduct of any learned advocate---"

The learned Advocate of the Civil Petition No.4617 of 2018 submits that the petitioner of the said petition has sought for expunction of the following portion of the observation of the High Court Division which runs as follows:

"Sonali Bank should now try its best to obtain an order of stay in the said First Appeal staying operation of the said decree in so far as dismissal of the said suit against defendant No.2 is concerned."

The short facts, for disposal of these two petitions, are that petitioner A.K.M. Bahauddin alias Bahar of Civil Petition No. 4617 of 2018 filed Writ Petition No.9979 of 2013 impugning the publication of his name in the CIB report of the Bangladesh Bank against the liability of Darts Fashion Wear Limited and obtained Rule on 30.09.2013. In the said Rule, he obtained an ad-interim order to the effect,

" Pending hearing of the Rule, let the operation of the instruction to restrict / prohibit further credit facilities to associate companies / firm wherein the petitioner have interest and the operation of

the purported CIB report regarding the petitioner A.K.M. Bahauddin alias Bahar in connection with the credit facilities of the Darts Fashion Wear Ltd. and Financial institution to the companies / firm wherein the petitioner have (has) interest be stayed for a period of 6(six) months from date”.

The aforesaid order of stay was extended time to time and, lastly, on 12.08.2018, the same was extended till disposal of the Rule.

On 12.04.2012, Sonali Bank Limited filed Artha Rin Suit No.52 of 2012 against the Darts Fashion Wear Limited and others, in which, A.K.M. Bahauddin alias Bahar was impleaded as defendant No.2. Said suit was dismissed against A.K.M. Bahauddin alias Bahar and decreed against the other defendants for a sum of taka 4,13,16059/-. The Artha Rin Adalat dismissed the said Artha Rin Suit against A.K.M. Bahauddin @ Bahar with the following findings and observations:

“উভয় পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবন করিলাম। যুক্তিতর্ক শুনানী কালে বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, ৪ নং বিবাদীর পক্ষে ২নং বিবাদী সাক্ষ্য প্রদান না করায় ৪ নং বিবাদী অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করে নাই মর্মে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রতুত্তরে বিবাদী পক্ষ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন ২৯০৫/২০১১ নং এর আদেশ সহ, দাখিলী এনেক্রার A-H এর বিষয় তুলে ধরেন। ২নং ও ৪ নং বিবাদীগণ একই সাথে লিখিত বর্ণনা দাখিল করিলেও ২নং বিবাদীর প্রতি বাদী ব্যাংক

কর্তৃক পৃথক প্রত্যয়নপত্র রহিয়াছে বিগত ১৫-১১-২০০৭ ইং তারিখে পদত্যাগ করেন যাহা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন ২৯০৫/২০১১ উহা গ্রহনযোগ্য হয় যাহাতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বাদী ব্যাংক এর পাওনা স্বরূপ দরখাস্তকারী বিবাদীগণ তাহাদের শেয়ার অনুযায়ী ১৫-১১-২০০৭ ইং তারিখে শেয়ার transferring ফরম অনুযায়ী পরবর্তী ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করে। বিবাদী পক্ষ যুক্তিতর্ক শুনানী কালে আরো বলেন উল্লেখ করেন যে, ২০-৪-২০১০ ইং তারিখের মিটিং এ বাদী ব্যাংকের পরিচালকগণের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ হয় যাহাতে বাদী ব্যাংক এর ৩ জন ডিজিএম, বিবাদী পক্ষের চেয়ারম্যান, ১ জন সিইও সহ সকলের স্বাক্ষর সভায় কার্যবিবরণী কোম্পানীর দায় দেনা সংক্রান্তে কার্যক্রম উপস্থাপিত হয় যাহাতে ২০-০৪-২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত Liability Fix up করা হয়। বাদী ব্যাংক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন ২৯০৫/২০১১ ইং ও ১২-০৫-২০১১ ইং তারিখের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া মহামান্য আপীল বিভাগে এ যাবৎ কোন সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করে নাই। বাদী পক্ষের আরজি, বাদী পক্ষের সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১, এর জবানবন্দি জেরা এবং বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাব, বিবাদী পক্ষের সাক্ষী ডি, ডব্লিউ-১, এর জবানবন্দি-জেরা ও উভয় পক্ষের দাখিলীয় প্রদর্শনী আকারে চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিলাম। যদিও বাদী ব্যাংক এর নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ২ ও ৪ নং বিবাদীগণ বাদী ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদ এর অনুমতি ব্যতিত পদত্যাগ করে যাহা ব্যাংক কোম্পানি আইন ২৭ ক ধারা প্রতিপালন করা হয় নাই। অতঃপর ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১৯৯১ এর ২৭(ক) ধারা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা নিম্নরূপঃ-

২৭(ক) “আপততঃ বলবৎ অন্য কোণ আইনের যাহা থাকুক না কেন, ঋণদাতা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের সম্মতি ব্যতিত কোন দেনাদার কোম্পানির কোন পরিচালকের পদত্যাগ কার্যকর হইবে না এবং কোন পরিচালক তাহার শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।” বিবাদী পক্ষের এনেক্সার হিসাবে দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদী পক্ষ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন

২৯০৫/২০১১ দায়ের করিলে যাহা শুনানী অন্তে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ গত ১২-০৫-২০১১ ইং তারিখের আদেশে উল্লেখ করেন যে, “The Respondent No.4 is directed to implement the decision of Sonali Bank vide Annexure-D so that the petitioner can deposit his dues as per share to the bank as on 15.11.2007 within 2(two) months from the date of receipt of the order”

অধিকন্তু বিবাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় Annexure-D পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিটিটেড, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার গত ২০-৪-২০১০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মেসার্স ডার্টস ফ্যাশন ওয়ার লিটিটেড এর হিসাবে অনিয়মিত ঋণ সমন্বয়/নিয়মিতকরণ সহ বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন সম্পর্কিত জটিলতা নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার যে, সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তদ্বার্তে ১নং নিম্নরূপঃ

১। “ডার্টস ফ্যাশন ওয়ার লিঃ এ পদত্যাগী চেয়ারম্যান কোম্পানীর হস্তান্তরের নিমিত্ত ফরম-১১৭ এ স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ ১৫-১১-২০০৭ পর্যন্ত কোম্পানির সমুদয় দায় দেনা হারাহারি ভাবে পরিশোধ করেছেন। এই জন্য শাখা কর্তৃক উক্ত তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত দায়দেনা নিরূপন পূর্বক অবিলম্বে তাকে অবহিতকরণ এবং এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রদান”।

বিবাদী পক্ষের দাখিলীয় Annexure-F পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা কর্তৃক গত ৩১-৭-২০১১ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র পর্যালোচনা করিলাম। উক্ত প্রত্যয়নপত্র নিম্নরূপঃ-

“This is to certify that a cheque for Tk.46,27,065.50 was deposited by A.K.M. Bahauddin Bahar through the letter dated 27.7.2011 and the proceeds credited to demand loan account of darts fashion wear Ltd. on 28.7.2011 (against writ petition no.2905 of

2011) quoted hereunder” . The respondent No.4 is directed to implement the decision of the Sonali Bank vide Annexure-D so that the petitioner can deposit his dues as per share to the Bank as on 15.11.2007 within 2(two) months from the date of receipt of the order”.

বিবাদী পক্ষের দাখিলীয় Annexure-H পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা কর্তৃক গত ২৯-৪-২০১০ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত পত্রে “উল্লেখিত স্বাক্ষরিত পত্র পর্যালোচনা দেখা যায় যে, উক্ত পত্রে “উল্লেখ্য কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫-১১-২০০৭ এবং ২০-৪-২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির মোট খেলাপী ঋণের শেয়ার অনুপাতের স্ব স্ব দায় দেনা শাখা থেকে সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয় ” মর্মে প্রতিয়মান হয় ।

বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় Annexure-I পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা গত ০৬-০৬-২০১০ ইং তারিখে জেনারেল ম্যানেজার, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে এক পত্রের মাধ্যমে মেসার্স ডার্টস ফ্যাশন ওয়ার লিঃ, এর কারখানায় রক্ষিত ব্যাংকের বন্ধকীকৃত মেশিনপত্র ও মালামাল আত্মসাৎকরণের দায়ে পরিচালকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান পূর্বক উল্লেখ করেন যে, “শেয়ার হস্তান্তরের লক্ষ্যে কোম্পানীর পদত্যাগী চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফরম-১১৭ এর তারিখের পরের সকল দায় ভার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর উপর বর্তাবে মর্মে সভায় আলোচিত হয় এবং উক্ত সভায় আরও আলোচনা হয় যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির সকল দায় কিভাবে পরিশোধ করিবেন তথা ফ্যাক্টরী চালুর বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহন করবেন তা তিনি লিখিত প্যাকেজ আমাদের সভার তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শাখা বরাবরে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন ” । উক্ত পত্রে আরও উল্লেখ করেন যে, “উল্লেখ্য যে, মেসার্স ডার্টস ফ্যাশন ওয়ার লিঃ এর হিসাবে ৬-১১-২০০৮ থেকে ২৫-১১-

২০০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ঋণ হিসাবে নগদে ২৩,৮৬,০২৮/- টাকা পদত্যাগী চেয়ারম্যান এর পক্ষে বিভিন্নলোক কর্তৃক জমা করা হয়। যার মধ্যে পদত্যাগী চেয়ারম্যান এর পক্ষে বিভিন্ন লোক কর্তৃক জমা করা হয়। যার মধ্যে পদত্যাগী চেয়ারম্যান এর ঋণের পরিমাণ ছিল ২, ৫৯,২৪৩/- টাকা এবং অবশিষ্ট ২১,১৬,৭৮৫/- অন্যান্য পরিচালকদের ঋণ বাবদ পরিশোধ করা হয়। পরিশোধিত ঋণ সহ শেয়ার অনুপাতে পরিচালকদের ২০-৪-২০১০ ইং তারিখ ভিত্তিক মোট বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	শেয়ার	২২-৪-০৭ থেকে ১৫-১১-০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত বকেয়া	১৬-১১-০৭ইং তারিখ থেকে ১৫-৩-০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বকেয়া	১৬/৩/০৮ ইং থেকে ২০/৪/১০ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া	২০-৪-১০ তারিখ ভিত্তিক মোট বকেয়া (হালনাগাদ সুদ ব্যতিত)
০১	আ,ক,ম, বাহাউদ্দিন বাহার	চেয়ারম্যান	--	৪৬,২৭,০৫৭/			৪৬,২৭,০৫৭
০২	মেহেরুল্লাহ	পরিচালক	---	৯,২৫,৪১০	১৩,৪২,৪৯১/		২২,৬৭,৯০১/-

সেহেতু বাদী ব্যাংক তাহার ৬-৬-২০১০ ইং তারিখ কর্তৃক পদত্যাগী পরিচালক হিসাবে ২নং বিবাদী শেয়ারের ৪৬,২৭,০৫৭/- টাকা এবং পদত্যাগী পরিচালক ৪নং বিবাদীর শেয়ারের ২২, ৬৭,৯০১/- টাকা মর্মে স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ৪নং বিবাদীর শেয়ারের টাকা জমা প্রদান করিয়াছে মর্মে বাদী ব্যাংক কর্তৃক কোন প্রত্যায়নপত্র পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু ডি, ডব্লিউ-১, তাহার জবানবন্দিতে স্বীকৃত পূর্বক বলিয়াছেন যে, তিনি শুধু ২নং বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। কাজেই ২নং বিবাদীর মতই ৪নং বিবাদী পদত্যাগী পরিচালক মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও শুধুমাত্র ২নং বিবাদীর টাকা পরিশোধিত মর্মে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু একই সাথে ৪নং বিবাদীর শেয়ার অনুযায়ী টাকা অপরিশোধিত রহিয়াছে বিধায় বাদী ব্যাংক ৪নং বিবাদীর নিকট তাহার শেয়ারে ভিত্তিতে ২২,৬৭,৯০১/- টাকা প্রাপ্ত মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। নথি পর্যালোচনায় আরজির “খ” তফসিলে উল্লেখিত জমির মালিক ২নং বিবাদী যাহা আরজিতেই সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ হওয়ায় যিনি ইতিমধ্যে পদত্যাগী পরিচালক হিসাবে পাওনা পরিশোধ করিয়াছে। ২নং বিবাদী কর্তৃক বন্ধককৃত দলিল নং-৮৬১ যাহাতে “জেলা-কুমিল্লা, থানা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস কুমিল্লা সদর, মৌজা মুরাদপুর, খতিয়ান নং-১৭৬, কুমিল্লা

হাউজিং এস্টেট এর সেকশন -২, ব্লক নং-এফ, প্লট নং-১৪, জমির পরিমাণ ৮২৫ অযুতাংশ বা ৪০০ বর্গগজ ও তদস্থিত নির্মিত ও নির্মিতব্য ইমারতাদি সহ সম্পত্তি। যাহা চৌহদ্দিঃ উত্তরে-রাস্তা, দক্ষিণে জনাব আলীর প্লট নং-৭, পূর্বে আয়েশা বেগম এর প্লট নং-১৩, পশ্চিমে মাহবুব রহমান এর প্লট নং-১৫। যাহার মালিক ২নং বিবাদী মর্মে উল্লেখ আছে যাহা অত্র মামলার আরজি হইতে অবমুক্ত হইবার যোগ্য। কাজেই ২নং বিবাদীকে অত্র মামলার দায় হইতে অব্যাহিত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত।”

Against the said judgment and decree dated 28.09.2016 passed in Artha Suit No.52 of 2012, Sonali Bank Limited preferred First Appeal No.21 of 2017 in the High Court Division which is pending. Meanwhile, on 01.11.2018, the High Court Division took up Writ Petition No.9979 of 2013 for hearing and passed the following order:

“In the midst of hearing of this matter, it appears that the petitioner has banked his argument on the fact that though the respondent Sonali Bank has filed an appeal against the judgment and decree dated 28.09.2016 (decree signed on 30.10.2016) passed by the Artha Rin Adalat concerned before the High Court Division, being First Appeal No.21 of 2017, there is no order of stay from the High Court Division as against operation of the said judgment and decree. This issue has become important given that the Artha Rin Adalat has exonerated the petitioner in the said judgment from any liability towards Sonali Bank.

Mr. Nikhil Kumar Biswas, learned advocate appearing for Sonali Bank (respondent No.4), has confirmed this Court that no such stay has been sought by Sonali Bank from the High Court Division upon filing any application. This non-filing of application seeking stay by the Appellant Sonali Bank therein raises various questions about seriousness of Sonali Bank to pursue its claim or whether high officials of Sonali Bank have been cooperating with the petitioner in this writ petition so that the petitioner can get a favourable order from this Court in this writ petition as regards publication of his name in the CIB report of Bangladesh Bank.

This conduct of Sonali Bank high officials and this attitude of Sonali Bank playing with the public money is not only deplorable but it should be checked by this Court whenever such incident comes before us. Therefore, we are of the view that, the Managing Director of Sonali Bank should personally appear before this Court to explain such conduct as regards non-filing of any application seeking stay against the concerned judgment and decree of the Artha Rin Adalat.

Accordingly, Managing Director of Sonali Bank is directed to appear personally before this Court on 05.11.2018 at 10.30 A.M., along with the Manager of the concerned Branch of Sonali Bank, to explain such conduct and attitude of Sonali Bank. On the basis of such explanation,

necessary orders will be passed by this Court.

The learned advocate for Sonali Bank is directed to communicate this order to the Managing Director and the Manager of the concerned branch of Sonali Bank.”

Thereafter, on 05.11.2018, the High Court Division passed the impugned observations quoted above.

Mr. Qumrul Haque Siddique, learned Counsel appearing for petitioner in Civil Petition No. 4348 of 2018, submits that the Artha Rin Suit has been dismissed against the defendant No.2 A.K.M. Bahauddin alias Bahar with the specific reasonings and the bank instructed the petitioner Lawyer to prefer first appeal against A.K.M. Bahauddin alias Bahar and, accordingly, she preferred first appeal which is pending. In the meantime, in order to realise the decretal dues from the rest defendants of the Artha Rin Suit, the Bank itself filed execution case for executing the decree against them and did not instruct the leave petitioner Lawyer to make prayer for staying further proceeding of its execution case. In view such facts and circumstances, the High Court Division committed an error in passing the impugned observations

making adverse remarks against the leave petitioner Lawyer.

Mr. Sayed Ahmed, learned Advocate appearing for the petitioner in C.P. No.4617 of 2018, submits that the High Court Division improperly advised the Sonali Bank to obtain order of stay of the proceeding of the execution case inasmuch as realization of decretal dues is the prime issue of the bank and the same shall be stopped for a indefinite period if the execution case is stayed.

From the materials on record it appears that Sonali Bank filed Artha Rin Suit No.52 of 2012 before the Artha Rin Adalat No.1, Dhaka against (1) Darts Fashion Wears Ltd., (2) A.K.M. Bahauddin alias Bahar, (3) A.S.M. Hannan Dider, (4) Mrs. Meherunnessa wife of A.K.M. Bahauddin Bahar and (5) Mrs. Pervin Begum. The Adalot decreed the suit against the defendants No.1, 3, 4 and 5 and dismissed the same against the defendant No.2 A.K.M. Baharuddin @ Bahar with the observation as quoted above. The Adalot observed that as per direction of the High Court Division given in Writ Petition No.2905 of 2011 said Bahauddin alias Bahar deposited tk.46,27,065.50 by executing a cheque. It appears from the order dated 12.05.2011 passed by the High Court

Division in Writ Petition No.2905 of 2011, filed by A.K.M. Bahauddin @ Bahar, that the High Court Division directed the Sonali Bank to implement the decision of the Bank so that the petitioner (A.K.M. Bahauddin) could deposit his dues as per his share of loan to the Bank as on 15.11.2007 within two months. While disposing of the said writ petition finally, the High Court Division further observed that the petitioner is a guarantor for the loan obtained by Darts from Sonali Bank. Therefore, it is the Bank who is to decide the final loan liability of the petitioner and to release the petitioner from his personal guarantee for obtaining loan of ensuring the loan recovery of the Bank in accordance with law. Considering all those facts, the Artha Rin Adalat observed that A.K.M. Bahauddin @ Bahar had left the company upon paying the share of loan which was accepted by the Company, Bank and the same was registered before the Registrar, Joint Stock Companies. However, the High Court Division, in First Appeal No.21 of 2017 preferred against judgment and decree passed in Artha Rin Suit No.52 of 2012, will decide as to whether said A.K.M. Bahauddin @ Bahar is still liable for unpaid amount of loan or not. It is not proper time to make any comment as to the

legality and propriety of the observations made by the Artha Rin Adalat dismissing the suit against Bahar. But Bank shall execute the decree against the other defendants against whom it obtained decree or wait till disposal of the First Appeal is its own domain. In view of the situation, which decision is wise, it is the Sonali Bank to take decision what it will do.

The courts should avoid the temptation to become authoritarian. We have been coming across several instances, where in their anxiety to do justice, the courts have gone overboard, which results injustice, rather than justice. It is said that all power is trust and with greater power comes greater responsibility. Judicial restraint is a virtue. A virtue which shall be concomitant of every judicial disposition. In the context of dealing with strictures passed by the High Court Division against a Lawyer, who is an officer of the Court as well, stressed the need to adopt utmost judicial restraint against using strong language and imputation of corrupt motives against him/ her because the Lawyer against whom imputations are made had no remedy and he/ she would act pursuant to the decision of his/ her client. Making observations in the judgment or order, unless the person in respect of whom

comments and criticisms are being made is party to the proceeding and is granted an opportunity of having his /her say in the matter, unmindful of the serious repercussion it may entail on such person is most uncalled for. Judicial domain requires dispassionate approach and the importance of issues involved for consideration is no justification to throw to winds basic judicial norms. Observation should not be made by the Court against any person unless it is essential for decision of the case.

Considering the facts and circumstances, the observations quoted above in Civil Petition No.4348 of 2018 as well as the observation quoted in Civil Petition No.4617 of 2018 so far the same relates to getting an order of stay by the Sonali Bank in the first appeal mentioned above are expunged.

Accordingly, the both the petitions are disposed of.

C.J.

J.

J.